মুক্তিযুদ্ধের সূচনাকালে যুক্তরাজ্যের বাঙালি

আবদুল মতিন

১৯৭১ সালে প্রবাসী বাঙালিরা বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বাংলাদেশকে স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি দানের দাবিতে যে দুর্বার আন্দোলন গড়ে তোলেন তা' ছিল মুক্তিযুদ্ধের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। মুক্তিযোদ্ধারা যখন সশস্ত্র সংগ্রামে লিপ্ত ছিলেন তখন প্রবাসী বাঙালিদের স্বাধীনতা দাবির যৌক্তিকতা ব্যাখ্যা করে বিভিন্ন দেশের জনসাধারণ ও সরকারি কর্তৃপক্ষের সাহায্য ও সহানুভূতি লাভের উদ্দেশ্যে ব্যাপক আন্দোলন পরিচালনা করেন। পাকিস্তানকে অর্থনৈতিক ও সামরিক সাহায্য প্রদান বন্ধ করে বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দানের জন্য বিদেশী সরকার সমূহের উপর চাপ সৃষ্টি করাই ছিল এই আন্দোলনের প্রধান লক্ষ্য। যুক্তরাজ্য ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসকারী বাঙালি ত্যাগ ও তিতিক্ষার মাধ্যমে যে আন্দোলন গড়ে তোলেন তা' আমাদের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসের এক গৌরবজনক অধ্যায়। পশ্চিম ইউরোপের বিভিন্ন দেশে বসবাসকারী মুষ্টিমেয় যে সাফল্য জনক আন্দোলন পরিচালনা করেন তার বিবরণ 'মুজিবনগর' সরকারের বিশেষ প্রতিনিধি বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী তাঁর স্মৃতিচারণমূলক গ্রন্থ 'প্রবাসে মুক্তিযুদ্ধের দিনগুলি' - তে উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন, মাত্র ৬/৭ জন অসলোবাসী বাঙালির কর্মতৎপরতার ফলে বাংলাদেশে স্বাধীনতা আন্দোলন নরওয়ের বিভিন্ন মহলের সপ্রশংস দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ডেনমার্কের বহুল প্রচারিত সংবাদপত্র 'ইনফরমেশান' এর সম্পাদক বিচারপতি চৌধুরীকে বলেন, বাংলাদেশের জনগণ পাকিস্তানকে প্রত্যাখ্যান করেছে, একথা ডেনমার্কবাসী উপলব্ধি করে। সুইডেন, ফিনল্যান্ড, হল্যান্ড ও সুইজারল্যান্ডের সরকারি ও বেসরকারি মহলে তিনি নিপীড়িত বাঙালিদের জন্য সহানুভূতি এবং তাদের স্বাধীনতার দাবির প্রতি সমর্থন লক্ষ্য করেন।

১৯৭০ এর দশকে যুক্তরাজ্যে বসবাসকারী বাঙালির সঠিক সংখ্যা জানা না থাকলেও ওয়াকিবহাল মহল মনে করেন, তাদের সংখ্যা দু'লাখেরও অধিক ছিল। এদের মধ্যে ছিলেন রাজনীতি-সচেতন বহু ছাত্র ও বেশ কিছু সংখ্যক ডাক্তার, ব্যারিস্টার এবং অন্যান্য পেশায় নিয়োজিত ব্যক্তি। তা' ছাড়া জেনারেল আইউব খানের স্বৈরাচার -বিরোধী রাজনৈতিক কর্মীদের অনেকেই লন্ডনের প্রবাস জীবন বেছে নিয়েছিলেন। ষাটের দশকে এরা প্রবাসে আইউব বিরোধী আন্দোলন গড়ে তোলেন।

১৯৬৬ সালের নভেম্বর মাসে যুক্তরাজ্যে আইউব খানের রাষ্ট্রীয় সফর কালে প্রতিবাদ সভা ও বিক্ষোভ -মিছিলের পর বাঙালি ছাত্ররা সরকারি অতিথিশালা ল্যাঙ্কাস্টার হাউসের সামনে তাঁকে কালো পতাকা প্রদর্শন করেন। ঢাকার 'পাকিস্তান অবজারভার' পত্রিকায় এই সংবাদ ২৪ নভেম্বর তারিখে ছাপানো হয়েছিল ইতিপূর্বে পাকিস্তান যুব ফেডারেশনের প্রেসিডেন্ট সুলতান মাহমুদ শরীফ এবং ছাত্র লীগ নেতা ও কর্মীরা যুক্তভাবে শেখ মুজিবুর রহমান ঘোষিত ছ'দফা সংবলিত একটি পুস্তিকা ছাপিয়ে সমগ্র যুক্তরাজ্যে প্রচারের ব্যবস্থা করেন। এর ফলে প্রবাসী বাঙালিদের মধ্যে রাজনৈতিক কর্মতৎপরতা বৃদ্ধি পায়। এই পরিস্থিতিতে আইউব খান মানচেষ্টারে গৃহীত এক টিভি সাক্ষাৎকারে শেখ মুজিবের ছ'দফা আন্দোলনকে পশ্চিম বঙ্গের কমিউনিস্টদের ইঙ্গিতে পরিচালিত 'বৃহত্তর বাংলা 'আন্দোলনের অঙ্গ বলে উল্লেখ করেন। বলা বাহুল্য, এর ফলে প্রবাসী বাঙালিরা শুধু আইউব খানের পতন নয়, পূর্ব বঙ্গের জন্য স্বায়ত্তশাসন অর্জনও তাদের রাজনৈতিক লক্ষ্য বলে স্থির করেন।

১৯৪৬ সালে তথাকথিত আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা শুরু হওয়ার পর প্রবাসী বাঙালিরা শেষ মুজিবুর রহমানের মুক্তি দাবি করে নতুনভাবে আইউব বিরোধী আন্দোলন গড়ে তোলেন। মামলা পরিচালনার ব্যাপারে সর্বপ্রকার সাহায্য দানের জন্য তারা একটি ডিফেন্স কমিটিও গঠন করেন। এই কমিটির উদ্যোগে শেখ মুজিবের পক্ষ সমর্থন করার জন্য যুক্তরাজ্য থেকে স্যার টমাস উইলিয়ামসকে কৌশুলি হিসেবে ঢাকায় পাঠান হয়।

১৯৬৯ সালে আইউব সরকার আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহার করতে বাধ্য হলে শেখ মুজিব কারাগার থেকে মুক্তি পান। সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে আয়োজিত এক সংবর্ধনা সভায় তাকে 'বঙ্গবন্ধু' খেতাবে ভূষিত করা হয়। প্রবাসী বাঙালিদের ব্যক্তিগত ভাবে ধন্যবাদ জানাবার জন্য ১৯৬৯ সালের ২৬ অক্টোবর তিনি লন্ডন সফরে আসেন। ৬ নভেম্বর তিনি লন্ডন ত্যাগ করেন। তার কিছুকাল পর তাঁর নির্দেশ অনুযায়ী যুক্তরাজ্য আওয়ামী লীগ গঠিত হয়।

১৯৭০ সালের ডিসেম্বর মাসে (কয়েকটি আসনে পরবর্তী জানুয়ারী মাসে) অনুষ্ঠিত সাধারণ নির্বাচনে বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ পূর্ববঙ্গের ১৬৯ আসনের মধ্যে ১৬৭টি আসন দখল করে। এর ফলে বঙ্গবন্ধু পাকিস্তানের গণপরিষদের সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতৃত্ব দানের অধিকার অর্জন করেন। নির্বাচনের ফলাফল প্রকাশিত হওয়ার পর প্রবাসী বাঙ্গালীরা পাকিস্তানের রাজনীতি কোন দিকে মোড় নেয়, তা' দেখার জন্য অধিক আগ্রহে অপেক্ষা করেছিলেন।

১৯৭১ সালের ৭মার্চ (রবিবার) সোহরায়ার্দী উদ্যানের গণসমাবেশে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বজ্রকণ্ঠে ঘোষণা করেন, 'প্রত্যেক গ্রামে, প্রত্যেক মহল্লায় আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে সংগ্রাম পরিষদ গড়ে তুলুন এবং আমাদের যা কিছু আছে তাই নিয়ে প্রস্তুত থাকুন। রক্ত যখন দিয়েছি, রক্ত আরো দেবো। এই দেশে মানুষকে মুক্ত করে ছাড়ব। এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারে সংগ্রাম আমাদের স্বাধীনতার সংগ্রাম।'

এই বক্তৃতার সংবাদ পরদিন (৮ মার্চ) লন্ডনের সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়নি। তবে সেই তারিখে 'দি সানডে টাইমস' -এ প্রকাশিত এক সংবাদে বলা হয়, শেখ মুজিব একতরফাভাবে পূর্ব পাকিস্তানের স্বাধীনতা ঘোষণা করতে পারেন।

৯ মার্চ 'দি গার্ডিয়ান' পত্রিকায় প্রকাশিত এক সংবাদে বলা হয়, শেখ মুজিবের অগ্নিগর্ভ বক্তৃতার পরদিন (সোমবার) ঢাকার জীবনযাত্রা মোটামোটিভাবে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসে। তবে এটা পরিষ্কার বুঝা যায়, শেখ মুজিবের নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ পূর্ব বাঙলায় পরিপূর্ণ কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেছে। তার অনুমতি ছাড়া কোনো সরকারী কোনো সরকারী কর্মকান্ড পরিচালিত হবে না। গত রবিবার এ বক্তৃতা ঢাকা রেডিও স্টেশন থেকে প্রচারিত না হওয়ার ফলে কর্মচারীরা বেতার অনষ্ঠান সম্পূর্ণ বন্ধ করে দেন। পরদিন (৮ মার্চ) বক্তৃতাটি প্রচারিত হওার পর রেডিও স্টেশনে স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে আসে।

১ মার্চ নব-নির্বাচিত গণপরিষদের অধিবেশন শুরু হওয়ার কথা ছিল। পশ্চিম পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা জুলফিকার আলি ভূট্টো অধিবেশনে যোগদানের ব্যাপারে অনিচ্ছা প্রকাশ করেন। ইতিমধ্যে জেনারেল ইয়াহিয়া খান অধিবেশনের নির্ধারিত তারিখ পিছিয়ে দিয়ে এক গভীর রাজনৈতিক সংকট সৃষ্টি করেন। ইয়াহিয়া খানের অগণতান্ত্রিক সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ এবং বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বের প্রতি পূর্ণ আস্থা জ্ঞাপনের উদ্দ্যেশে প্রবাসী বাঙালিরা ১৪ মার্চ লন্ডনে এক গণসমাবেশের আয়োজন করেন। যুক্তরাজ্য আওয়ামী লীগের উদ্যেগে হাইড পার্কে অুষ্ঠিত এই সমাবেশে ১০ হাজারেরও বেশি বাঙালি যোগদান করেন। হাইড পার্ক থেকে বিক্ষোভকারীরা যুক্তরাজ্য আওয়ামী লীগের প্রেসিডেন্ট গাউস খানের নেতৃত্বে পাকিস্তান হাই কমিশনে গিয়ে পূর্ব বাংলার দাবি সংবলিত একটি স্মারকলিপি পেশ করেন।

পাকিস্তানের রাজনৈতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে আলোচনার জন্য প্রবাসী ছাত্র ও যুবকরা পর পর কয়েকটি বৈঠকে মিলিত হন। পাকিস্তানের সামরিক বাহিনী ও ভূট্টো প্রস্তাবিত গণপরিষদের সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা শেখ মুজিবকে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়ার সুযোগ দেবে না বলে সভায় অংশ গ্রহণকারীরা একমত হন। হাইড পার্কে অনুষ্ঠিত গণসমাবেশ ও বিক্ষোভ মিছিলের পর প্রবাসী বাঙালিদের কর্ম তৎপরতা আরো বৃদ্ধি পায়। কয়েক দিনের মধ্যে তারা যুক্তরাজ্যের প্রায় ১৫টি শহরে 'বাংলাদেশ এ্যাকশান কমিটি' গঠন করেন। শেষ পর্যন্ত সারা দেশে প্রায় ১০০টি 'এ্যাকশান কমিটি' গঠিত হয়।

গণপরিষদের অধিবেশন অনুষ্ঠান সম্পর্কে বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে আলোচনার ভান করে ইয়াহিয়া খান কাল ক্ষেপণ করেন। শেষ পর্যন্ত ভূট্টোর সমর্থন নিয়ে ইয়াহিয়া খান ২৫ মার্চ দিবাগত রাত্রে (অর্থাৎ ২৬ মার্চ) পূর্ব বঙ্গে হত্যাযজ্ঞ শুরু করার জন্য সৈন্যবাহিনীকে নির্দেশ দেন। ২৬ মার্চ লন্ডনের প্রভাতী সংবাদপত্রে প্রকাশিত খবরে বলা হয়, ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট, ইস্ট পাকিস্তান রাইফেলস, আর্মড্ রিজার্ভ পুলিশ এবং পুলিশ ফোর্সের বাঙালি সদস্যরা একযোগে শেখ মুজিবের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করেন সান্ধ্য -দৈনিক 'ইভিনিং নিউজ' -এ প্রকাশিত এক সংবাদে বলা হয়, সামরিক কর্ম তৎপরতার ফলে ঢাকার সঙ্গে বর্হিবিশ্বের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন রয়েছে।

২৭ মার্চ 'দি টাইমস' ও 'দি গার্ডিয়ান' -প্রথম পৃষ্ঠায় ৩ কলাম শিরোনাম দিয়ে পূর্ব বঙ্গের স্বাধীনতা ঘোষণার সংবাদ এবং এ সম্পর্কে সম্পাদকীয় মন্তব্য প্রকাশিত হয়। 'দি টাইমস' এর রিপোর্টে বলা হয়, ২৫ মার্চ রাত্রিবেলা (অর্থাৎ ২৬ মার্চ) শেখ মুজিব রহমান কর্তৃক পাকিস্তানের পূর্বাঞ্চলের একটি স্বাধীন প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠার ঘোষণা দেওয়ার পর 'গৃহযুদ্ধ' শুরু হয়। অন্য এক সংবাদে বলা হয় ২৬ মার্চ এক বেতার বক্তৃতায় জেনারেল ইয়াহিয়া খান আওয়ামী লীগকে বেআইনী প্রতিষ্ঠান এবং শেখ মুজিবকে রাষ্ট্রদ্রোহী ঘোষণা করে শাস্তি দানের সংকল্প প্রকাশ করেন।

'দি টাইমস' এর সম্পাদকীয় মন্তব্যে বলা হয়, পাকিস্তানী সৈন্যবাহিনীর আক্রমণের বিরুদ্ধে প্রতিরোধের ডাক দিয়ে এবং স্বাধীনতা ঘোষণা করে বাঙালি জাতীয়তাবাদের সর্বজন স্বীকৃত নেতা শেখ মুজিবুর রহমান সাহসের পরিচয় দিয়েছেন। বাঙালি রেজিমেন্টের সৈন্যরা শেখ মুজিবের নির্দেশ মেনে নেবে বলে বিশ্বাস করার কারণ রয়েছে।

২৭ মার্চ সন্ধ্যাবেলা পূর্ববঙ্গে পাকিস্তান বাহিনীর হত্যাযজ্ঞ সম্পর্কে আলোচনা করে আশু কর্তব্য নির্ধারণের জন্য লন্ডনের জেরাড স্ট্রীটে অবস্থিত তাসাদ্দুক আহমদের 'দি গ্যানজেস' রেস্তোরায় এক ঘরোয়া বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। এই বৈঠকে একটি ইংরেজী 'নিউজ লেটার' প্রকাশ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। এই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ৩০ মার্চ 'নিউজলেটার' এর প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয়। এটি সম্ভবতঃ মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে লন্ডন থেকে প্রকাশিত প্রথম পত্রিকা। ফরিদ জাফরী, এম কে জানজুয়া, তাসাদ্দুক আহমদ, রোজমেরী আহম, ড.প্রেমেন আড্ডি ও আবদুল মতিন পত্রিকাটি পরিচালনা, সম্পাদনা ও প্রচারের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ফরিদ জাফরী সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেন।

তাসাদ্দুক আহমদের নেতৃত্বে 'বাংলাদেশ এ্যকশান কমিটি (ওয়েস্টমিনস্টার)' গঠিত হয়। এই কমিটির উদ্যোগে মুক্তিযুদ্ধের প্রথম ছ'মাস ৯টি আলোচনা সভা ও বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। এসব সভা ও বৈঠক বক্তৃতা দানকারীদের মধ্যে ছিলেন ভারতের সমাজতান্ত্রিক দলের নেত্রী অরুণা আসফ আলী, অধ্যাপক রেহমান সোবহান এবং ন্যাশনাল আওয়ামী পাটির নেতা ওয়ালী খান।

২৬ মার্চ বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী জাতিসংঘের মানবাধিকার কমিশনের অধিবেশন উপলক্ষে জেনেভায় ছিলেন। সকালবেলা বিবিসি'র খবর শুনে তিনি অনুমান করেন, বাংলাদেশে গুরুতর কিছু একটা ঘটছে। খবরে বলা হয়েছিল, ঢাকার সঙ্গে বাইরের জগতের কোনো যোগাযোগ নেই। সেদিনের অধিবেশনে গিয়ে বিবিসি'র খবরের কথা উল্লেখ করে বিচারপতি চৌধুরী কমিশানের চেয়ারম্যানের অনুমতি নিয়ে লন্ডনে ফিরে আসেন। সেদিন সন্ধ্যাবেলা দক্ষিণ লন্ডনের একটি বাড়িতে সুলতান মাহমুদ শরীফ এবং তার কয়েকজন সহকর্মী বিচারপতি চৌধুরীর সঙ্গে দেখা করেন। তারা সবাই ঢাকার সঙ্গে যোগাযোগ করতে না পেরে বিচারপতি চৌধুরীর মত শঙ্কিত ছিলেন। তিনি তখন টেলিফোন যোগে ব্রিটিশ পররাষ্ট্র দফতরের দক্ষিণ-এশিয়া বিভাগের প্রধান ইয়ান সাদারল্যান্ডের সঙ্গে পরদিন সাক্ষাতের ব্যবস্থা করেন। এই সাক্ষাৎকালে ঢাকায় অবস্থিত ব্রিটিশ ডেপুটি হাই কমিশনারের অফিস থেকে প্রেরিত টেলিপ্রিন্টার - বার্তা সংগঠিত হতে হত্যাযজ্ঞের ভয়াবহ বিবরণ জানতে পারেন।

১০ এপ্রিল বিচারপতি চৌধুরী বিবিসি'র সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে অত্যন্ত আবেগপূর্ণ ভাষায় পাকিস্তান সৈন্যবাহিনী কর্তৃক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ও শিক্ষক হত্যার কথা বর্ণনা করেন। এই হত্যাকাণ্ডের কথা তিনি বিশ্ববাসীকে জানাবেন এবং দেশ স্বাধীন না হওয়া পর্যন্ত দেশে ফিরবেন না বলে ঘোষণা করেন। এই সাক্ষাৎকারের বিবরণ ১১ এপ্রিল ভারতীয় সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। সেদিন কলকাতা থেকে টেলিফোনে তাসাদ্দুক আহমদের সঙ্গে আলাপকালে ব্যারিস্টার আমিরুল ইসলাম ভারতীয় সংবাদপত্রে প্রকাশিত বিচারপতি চৌধুরীর সাক্ষাৎকারের কথা উল্লেখ করে বলেন, তাজউদ্দিন আহমদ তাঁকে বিচারপতি চৌধুরীর সঙ্গে যোগাযোগ করার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন। তাসাদ্দুক আহমদ তাঁর রেস্তোরা থেকে ১২ এপ্রিল একটি নির্দিষ্ট সময়ের 'কল বুক' করেন। এই 'কল' পাওয়া গেলে তা' বিচারপতি চৌধুরীর বাসস্থানের টেলিফোনে দেওয়ার নির্দেশ টেলিফোন এক্সচেঞ্জকে জানিয়ে দেওয়া হয়। বিচারপতির সঙ্গে যোগাযোগ হওয়ার পর আমিরুল ইসলাম বলেন, তাঁর বিবৃতি পড়ে সবাই খুশি হয়েছেন। তিনি আরো বলেন, বাংলাদেশে যেসব নেতৃবৃন্দ ভারতে এসেছেন, তাঁরা শীঘ্রই প্রবাসী সরকারের বিশেষ প্রতিনিধি পদে নিয়োগ করতে চান। তাঁর সম্মতি নেওয়ার জন্য আমিরুল ইসলামকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।

বিচারপতি চৌধুরী বলেন, আপনাদের সঙ্গে কোনরূপ যোগাযোগ না হলেও আমি স্বাধীনতা আন্দোলনে ব্যক্তিগত ভাবে কাজ করে যাচ্ছি। আমি ধন্যবাদের সঙ্গে বিশেষ প্রতিনিধিরূপে কাজ করার সম্মতি জানাচ্ছি। আমিরুল ইসলাম বলেন, মন্ত্রীসভা শীঘ্রই শপথ গ্রহণ করবে এবং তার পরেই বিচারপতি চৌধুরীর নিয়োগপত্র পাঠিয়ে দেওয়া হবে।

১৭ এপ্রিল 'মুজিবনগর' -এ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়। ২১ এপ্রিল বিচারপতি চৌধুরীর নিয়োগপত্রে অস্থায়ী প্রেসিডেন্ট সৈয়দ নজরুল ইসলাম স্বাক্ষর দান করেন। এই নিয়োগপত্র সঙ্গে নিয়ে লন্ডন-প্রবাসী বাঙালি ব্যবসায়ী রকিব উদ্দিন ২৩ এপ্রিল কলকাতা থেকে লন্ডনে পৌঁছান।

সমগ্র যুক্তরাজ্যে সংগঠিত প্রায় এক'শ বাংলাদেশ এ্যাকশান কমিটি প্রতিনিধিরা ২৪ এপ্রিল (১৯৭১) কভেনটি শহরে অনুষ্ঠিত একটি সম্মেলনে কেন্দ্রীয় এ্যাকশান কমিটি গঠন করেন। এই সংগঠনের কার্য পরিচালনার জন্য পাঁচ - সদস্য বিশিষ্ট একটি স্টিয়ারিং কমিটিকে দায়িত্ব দেওয়া হয়। শেখ আবদুল মান্নান এই কমিটির ভারপ্রাপ্ত আহ্বায়কের দায়িত্ব পালন করেন। বিচারপতি চৌধুরী কেন্দ্রীয় কমিটির উপদেষ্টা হওয়ার প্রস্তাবে সম্মতি প্রদান করেন।

প্রবন্ধে ব্যবহৃত মুক্তিযুদ্ধের ছবিগুলো 'বাংলাদেশ জেনোসাইড আর্কাইভ' থেকে নেওয়া হয়েছে।

আবদুল মতিন : যুক্তরাজ্য প্রবাসী প্রবীণ সাংবাদিক ও লেখক। তার প্রকাশিত গ্রন্থের মধ্যে রয়েছে স্বাধীনতা সংগ্রামে প্রবাসী বাঙালি, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মুক্তিযুদ্ধের পর, দ্বি-জাতি তত্ত্বের বিষবৃক্ষ ইত্যাদি। ২০০৯ সালে তিনি স্বাধীনতা পদকে ভূষিত হন।